দেশভাগের ছবি : বাংলা উপন্যাসে নস্টালজিয়া

সেমিনারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্রমসংখ্যা --২

অর্পিতা ভট্টাচার্য্য
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ
কলকাতা - ১৭

হাসান আজিজুল হক তাঁর 'দুই যুগের দেশ মানুষের কথা ' প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছিলেন '' দেশ বিভাগকে বিষয় করে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারত তা আর হল না ।'' ১ বাংলা কথাসাহিত্যে দেশত্যাগের বৃহত্তম বেদনা ও যন্ত্রণার কথা প্রায় কেউ লেখেননি । দাঙ্গা ও দেশভাগ নিয়ে যে লেখাগুলির জন্ম হয়েছিল তার লেখকেরা কেউই সীমান্ত পার হয়ে উদ্বাস্তু শিবিরে বা ক্যাম্পে থাকেন নি ।মনের গভীরের ক্ষত নিয়ে যে সত্যনির্ভর কাহিনী তার স্বল্পতা ছিল ।অনেকে সেই সব ক্ষতকে ভুলে যেতে চান । আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে এ নিয়ে উপন্যাস লিখলে আরেকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনা তৈরী হতে পারত । দেশভাগের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতা আর স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত দেশভাগের সাহিত্যিক বয়ান শিল্পে প্রকাশ করার ঔচিত্যবোধ নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল । সে কারণেই বোধহয় কথাসাহিত্যে দাঙ্গার হিংস্রতার দিকটি প্রায় নেই । যা আছে তা হল স্থানচ্যুতির (displacement) এর কথা । ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে প্রাপ্তি - অপ্রাপ্তির হিসেব নিকেশই বেশী ।

বাঙালি লেখকেরা ইতিহাস অনুসন্ধান না করে ভাবপ্রবণ হয়েছেন বলে বাংলা উপন্যাসগুলিকে নিছক অতীতস্মৃতির বিষাদময় উপস্থাপনাই মনে হয়েছে । আলোচ্য অংশে তারই নিরিখে অতীন বন্দোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে ', প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়া পাতার নৌকা ', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অজুর্ন ', এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পারাপার ' এই উপন্যাসগুলির মুল্যায়নে প্রবৃত্ত হব । 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে ' উপন্যাসে বাঙালির জাতীয় জীবনের একটি সন্ধিক্ষণকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ।১৯৩০ থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় ৩০ বছরের বাঙালি জীবনের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চিত্র এখানে খুঁজে পাওয়া যায় । হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের আভাষ এবং জন্মভূমির প্রতি এক নিবিড় ভালোবাসার টান রয়েছে । রয়েছে পঙ্গু কেলুর ভাবনায় হিন্দু মুসলমানের অর্থনৈতিক বৈষ্যমের প্রকৃত চেহারা । সরাসরি না এলেও একটি পরিবারের কাহিনীকে কেন্দ্র করে দাঙ্গার আতঙ্কের হৃদয়বিদারী বর্ণনা রয়েছে ।

'কেয়াপাতার নৌকা ' এপিক ট্রিলজিতে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত সময়ে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের জীবনের সংকট ও ছিন্নমূল অবস্থার যে জের আজও অব্যাহত তার কাহিনী । এ কাহিনীতে পুর্ববাংলার হৃদয়বান মানুষ , হিন্দুমুসলমানের প্রীতির সম্পর্ক , পুজা -পার্বন , লৌকিক আচার সব মিলিয়ে অসাধারণ চিত্রকল্প । উপন্যাসের প্রথম পর্বে যে মুগ্ধতা দ্বিতীয়পর্বে তাই অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছে । সেখানে রয়েছে নারীর ওপর অত্যাচারের কাহিনী ।তৃতীয় পর্বে ধর্ষিতা ঝিনুক রাতের অন্ধকারেই রাজদিয়া ছেড়ে কলকাতায় নিঃশব্দে চলে আসে বাঁচবার আশায় । কিন্তু সীমান্তের এপারে চলে আসা মানুষগুলির মধ্যেও যে দূরতর ব্যবধান রচিত হয়েছে তার প্রমাণ এপারে এসেও নিজের লোকেদের কাছে ঝিনুকের আশ্রয় না পাওয়া এবং তারপর চিরতরে হারিয়ে যাওয়া ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পারাপার ' ভাসমান উৎকেন্দ্রিক মানুষদের গল্প । তিনি বারবার ফিরে গেছেন শিকড়ের সন্ধানে । উপন্যাসের ললিতের মার স্মৃতিতে তাই বারবার ধরা পড়ে অতীতের স্মৃতির রেখায়

একই অবিভাজ্য অস্তিত্ব । ললিত কলকাতার যুবক । তার অভিজ্ঞতা অন্যরকম । অনির্দ্দেশ্য ভবিষ্যত ।সর্বশেষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অজুর্ন ' ।অজুর্নের স্মৃতিতে দেশভাগের কথা মনে নেই । তবে দেশ ছেড়ে আসার স্মৃতি মাঝেমাঝে ভেসে ওঠে । পার্টিশনের পরে ওপার বাংলায় হিন্দুদের ভয়ে ভয়ে থাকার কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে । উপন্যাসে কলোনির ছিন্নমূল মানুষরাও প্রাধান্য পেয়েছে । দেশভাগ সাধারণ মানুষের জীবনে একদিকে বয়ে এনেছে বেদনা ও গ্লানি । অন্যদিকে রয়েছে আত্মরক্ষায় টিকে থাকার দুর্দমনীয় শক্তি ।একদিকে অজুর্ন ও কলোনির মানুষের সংগ্রামের কাহিনী অন্যদিকে আচ্ছন্ন অজুর্নের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠা পূর্ব বাংলার স্বর্ণময় দিনগুলির প্রকাশ ।

বাঙালি লেখকের অধিকাংশই ভাবপ্রবণ । আর কোনো একটা কাল পরম্পরা নিয়ে লিখতে হলে উপযুক্ত ইতিহাস , দলিল - দস্তাবেজ , স্মৃতিকথা , চিঠিপত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ের সুনিবিড় অধ্যয়নের প্রয়োজন হয় । তাতে কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করলেও যুগটা ঠিকভাবে ধরা পড়ে । বাংলা উপন্যাসে দেশভাগের প্রেক্ষিতটি সেভাবে ধরা দেয় নি । তা হয়ে উঠেছে স্মৃতির উপাদান । কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা দাঙ্গা ও দেশভাগ নিয়ে রচিত সৃজনশীল রচনার ভিত্তি হতে পারে যদি তাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চর্চা করা যায় ।

সূত্র :- অশ্রু কুমার শিকদার , 'ভাঙ্গা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য ', প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৫ , দেজ পাবলিশিং , পৃ - ১৩

দূরভাষ ৯৮৩১৪৭৪২৩৭
ই -মেল :barpita.bhattacharya@gmail.com